সরকারি নির্দেশনা অমান্য মেহেরপুরে ৭জন আটক ! ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

মেহেরপুরে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে মাস্কবিহীন বাইরে ঘোরাফেরা করায় ৭ জনকে আটক করে তাদেরকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলমের নেতৃত্বে শহরের ওয়াপদা মোড় এলাকা থেকে ঐ ৭ ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো মেহেরপুর শহরের ঈদগাহ পাড়ার নজরুল ইসলামের ছেলে এখলাছুর রহমান (৩০), মল্লিক পাড়ার নারায়ন কুমার দাসের ছেলে বিপ্লব কুমার দাস (৪০), চক্করপাড়ার আখতারুজ্জামানের ছেলে বাপ্পি (২০), মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের আব্দুর রহমানে ছেলে আজহারুল ইসলাম (৪৭), ক্যাশবপাড়ার বাবর আলীর ছেলে শরিফুল ইসলাম (৩৭), এবং মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের আফাজ উদ্দীনের ছেলে সেলিম উদ্দিন(৩২)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, এক সপ্তাহের কঠোর লকডাউন চলাকালীন সময় সরকারি আইন অমান্য করে মাস্কবিহীন চলাচল করায় তাদেরকে আটক করা হয়। পরে ৭ জনের নিকট থেকে ৭ হাজার ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইয়ানুর রহমান, কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলাম, সদর উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা ইসরাফিল হোসেন সহ বিজিবি, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত

করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে শুরু হয়েছে কঠোর লকডাউন। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হওয়া এই লকডাউন ৭ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত চলমান থাকবে। কঠোর লকডাউন কার্যকর করতে পুলিশ, বিজিবির পাশাপাশি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউনের ৩য় দিনেও মেহেরপুরে অভিযান চালানো হয়েছে। শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক অভিযান চালান।

সকালে বাংলাদেশ সেনানিবাস যশোর ২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির মেজর কাজী আসিফ এর নেতৃত্বে কোট এলাকা থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক গুলোতে ব্যাপক সচেতনতা মূলক অভিযান চালানো হয়। এসময় অযথা যারা বাইরে ঘোরাফেরা করছিলেন তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। একই সাথে অযাথা বাইরে না আসার জন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

জেলায় কঠোরভাবে লকডাউন বাস্তবায়ন করার লক্ষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে শহরসহ জেলার ৩ উপজেলায় সেনাবাহিনী লকডাউন সফল করতে অভিযান চালানো হয়েছে।

মিরপুর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ায় ২০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ মোঃ জাহিদ হাসান ইমন
(২২) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া ব্রীজ সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত মোঃ জাহিদ হাসান ইমন মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া এলাকার মৃতঃ তৌহিদ মন্ডলের ছেলে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জাহিদ হাসান ইমনকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছে থাকা ২০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। সে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলেও জানান তিনি।

আটককৃত জাহিদ হাসান ইমনের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এদিকে কুষ্টিয়ার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (মিরপুর সার্কেল) মোঃ আজমল হোসেনের সঠিক দিকনির্দেশনায় মিরপুর থানা এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ওসি।

কুষ্টিয়ায় আরও সাতজনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ৯৫

কুষ্টিয়ায় করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। থেমে নেই মৃত্যুর মিছিল। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে আরও সাত জনের। এ সময় ২২৯ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৯৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে।

শুক্রবার রাতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এখন পর্যন্ত জেলায় ৬৩ হাজার ৪৪২ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে ৬১ হাজার ১৫৬ জনের। বাকিরা নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদনের অপেক্ষায় রয়েছেন।

বর্তমানে কুষ্টিয়ায় সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ হাজার ৩৫৩ জন। তাদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ২০৪ জন এবং হোম আইসোলেশনে আছেন ২ হাজার ১৪৯ জন।

এদিকে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে কুষ্টিয়ায় চলমান লকডাউন

আগামী ৭ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত চলবে। সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউন কার্যকরে সারাদেশের মতো কুষ্টিয়ায় মাঠে নেমেছে প্রশাসন। শুক্রবার দ্বিতীয় দিনেও র্যাব-পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর তৎপরতা দেখা গেছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় জনসমাগম ঠেকাতে মাইকিং করে ঘরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করছে প্রশাসন। এই লকডাউন বাস্তবায়নে ৬টি উপজেলায় সেনাবাহিনী ও বিজিবি মোতায়েন আছে। কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. খাইরুল আলম বলেন, কঠোরভাবে লকডাউন বাস্তবায়ন করতে পুলিশ মাঠে তৎপর রয়েছে।

জেলার বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশের চেকপোস্টে তল্লাশি করা হচ্ছে। সবার কাছ থেকে লকডাউন কার্যকর করতে সহযোগিতা পাচ্ছি। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের মধ্যে বর্তমানে সর্বোচ্চ শনাক্ত ও মৃত্যুর রেকর্ড হচ্ছে। সব উপজেলায় হু হু করে বাড়ছে মৃত্যু ও শনাক্তের সংখ্যা।

লকডাউনের মধ্যেও কেউ কেউ স্বাস্থ্যবিধি না মেনে রাস্তাঘাটে চলাচল করছে। এতে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। ফলে লকডাউনের সুফল মিলবে না। জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলার প্রবণতার কারণে সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। করোনার সংক্রমণ যে হারে বাড়ছে, তাতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া বেশ কঠিন হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। মানুষকে সচেতন করতে মাঠে নেমে কাজ করা হচ্ছে। আমি নিজেও বিভিন্ন স্থানে ঘুরে মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছি।

এছাড়া বিধিনিষেধ প্রতিপালনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। তারা লকডাউন কার্যকর করতে পদক্ষেপ নিয়েছেন। বিধিনিষেধ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

বৃষ্টিতেও থেমে নেই কুষ্টিয়ার পু্লিশ সুপার খাইরুল আলম

কুষ্টিয়ায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে, স্বাস্থ্যবিধি মানতে সাত সকালে, কিংবা ভর দুপুরে অথবা পড়ন্ত বিকেলে এভাবেই শহরের প্রতিটি প্রান্তর পরিদর্শন করছেন। তিনি জনসাধারণকে ঘরে রাখতে এবং স্বাস্থ্যবিধি মানতে শতভাগ সফল পু্লিশ সুপার খাইরুল।

এদিকে সরকারের কঠোর লকডাউন মানাতে কুষ্টিয়ায় নজিরবিহীন সৃষ্টি করেছেন এই পুলিশের কর্তাব্যাক্তি। বৃষ্টির মধ্যেও তিনি থেমে নেই। শহরের এ প্রান্তর থেকে ও প্রারন্তর পর্যন্ত তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন কেবল মানুষকে ঘরে থাকার জন্য। বিগত সময়ে তিনি যে শ্রম দিয়েছেন, ঘাম ঝরিয়েছেন আজ দেশব্যাপী কঠোর লকডাউনের প্রথম দিনেই এর সফলতা দেখা যাচ্ছে কুষ্টিয়া জেলাব্যাপী। বিগত দিনগুলিতে তিনি নিজে শহর থেকে গ্রামে ছুটেছেন।

প্রতিটি থানা, পুলিশ ক্যাম্প এবং বীট পুলিশিংকে শতভাগ কাজে লাগিয়েছেন। মিরপুরে স্থাপন করেছেন কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের আধুনিক পুলিশ ব্যারিকেড। শহর থেকে গ্রামগুলোকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেন পুলিশ সুপার খাইরুল আলম। ফলে স্বাভাবিকভাবে সড়কে লোক যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়।

জননেতা মাহবুবউল আলম হানিফ এমপির আহবানে জেলা প্রশাসক সাইদুল ইসলাম এবং পুলিশ সুপার খাইরুল আলমের নেতৃত্বে এই জেলায় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, গণমাধ্যমের সাথে এক চমৎকার যোগসূত্র তৈরীর মাধ্যমে কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে ঐক্যতান সৃষ্টি হয়েছে। যার শতভাগ ফল পাচ্ছে জেলাবাসী। কমতে শুরু করেছে করোনা শনাক্ত ও মৃত্যুর হার।

একদিকে হাসপাতালকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল ঘোষণা, একের পর এক অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ, জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে চিকিৎসক, নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা পরিষদ, জেলা আওয়ামীলীগ, সকল উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকলকে উজ্জীবিত এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছেন অপরদিকে পুলিশ সুপারের পৃথক ভার্চুয়াল সভায় যুক্ত হয়ে লকডাউন বাস্তবায়নে পুলিশ সদস্যদের শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন

সম্পাদক জননেতা মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি।

কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার খাইরুল আলম বলেন, কুষ্টিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব সুলতানা আফরোজ স্যারও ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে আমাদের নানা রকম পথনির্দেশ দিয়েছেন। জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ কাধে কাধ মিলে নিরলসভাবে কাজ করছে। গণমাধ্যমকর্মীরা লেখনীর মাধ্যমে আমাদের উৎসাহিত করেছেন, মাঠে ময়দানে সঙ্গ দিয়েছেন। কুষ্টিয়ার মানুষকে করোনার মহাদূর্যোগ থেকে বাঁচানোই এখন জেলা পুলিশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

কঠোর লকডাউন বাস্তবায়ন করতে সচেতনতায় ইউ পি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা

সরকারের ৭ দিনের কঠোর লকডাউন বাস্তবায়ন করতে নিজেই মাঠে নেমে সচেতনতা সৃষ্টি করছেন কাথুলী ইউ পি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা। শুক্রবার বিকেল থেকে সরকারের কঠোর লকডাউন বাস্তবায়ন করতে এবং নিজ নির্বাচনী এলাকার মানুষ গুলোকে নিরাপদ রাখতে নিজেই মাঠে নেমে কাজ করে চলেছেন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

কাথুলী ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে যেয়ে সময় মত দোকান পাঠ বন্ধের নির্দেশ এবং দোকানের মাচা গুলো সাথে সাথে উঠিয়ে দেওয়াসহ সকলকে বাসায় থাকতে বলেন।

মিজানুর রহমান রানা জানান, সরকারের ৭ দিনের কঠোর লকডাউন বাস্তবায়ন করতে এবং আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষ গুলো সুস্থ রাখতে আজ প্রতিটা গ্রামে গ্রামে যেয়ে মানুষকে সচেতন করছি, যাতে করে আমার ইউনিয়ন বাসী মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং সুস্থতার সাথে যেন থাকতে পারে।

তাই আমি মসজিদে সসহ রাস্তায় মাস্ক বিহিন যারা ছিল তাদের মাস্ক দিয়ে বাড়িতে যাওয়ার আহব্বান জানাই।এবং এমন অভিযান ইতিমধ্যে গাংনী

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম স্যার মোবাইল কোটের মাধ্যেমে জরিমানা করে মানুষকে সচেতন করছেন,

এছাড়াও মাননীয় সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন ভাই ফোনের মাধ্যেমে আমাদের কে নিজের এলাকার মানুষ গুলো যেন বাসায় থাকে সে বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন, তাই আমি নিজে মানুষের কল্যানে আমার ইউনিয়ন বাসী কে সুস্থ রাখতে নিয়োমিত এমন অভিযান চালিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ্।

চুয়াডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে স্বাস্থ্যবিধি না মানা এবং বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বাহির হবার অপরাধে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা আওতায় এনেছে।

শুক্রবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোড, আলুকদিয়া বাজার, আকন্দবাড়ীয়া, ভালাইপুর মোড় এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৮৮ ধারায় ২টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট দুই হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র অর্থদন্ড প্রদান করেন।

এসময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাদিকুর রহমান সরকার ঘোষিত শাটডাউনের কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে মাস্ক ও খাবার বিতরণ করেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সময় উপস্থিত ছিলেন বিজিবি একদল চৌকস টিম সহ ও পেশকার । জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিস এর এক কর্মকর্তার মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার নির্বাহী অফিসের কার্যালয় এক কর্মকর্তার মৃত্যু মোঃ জিন্নাত আলী (৫২) শুক্রবার সকাল আটার সময় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া দামুড়হুদা উপজেলা কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের জাহাজপোতা গ্রামের মৃত কেসমত মণ্ডলের ছেলে।

তিনি তার দীর্ঘ কর্মজীবনে একজন অত্যন্ত ধর্মভীরু কর্তব্যপরায়ণ আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও আনুগত্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার মৃত্যুতে উপজেলা পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ ও তার আত্নার মাগফিরাত কামনা করছেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদিপ্ত কুমার সিংহ সহ সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

মেহেরপুর ডিবি অভিযানে হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ শাওন আলী হোসেন (৩৭) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশের একটি দল। শুক্রবার দুপুরে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ তাকে আটক করা হয়।

আটক শাওন আলী দারিয়াপুর ঘোষপাড়া পাড়ার খোকন আলীর ছেলে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর এলাকায় এস আই

(নি:) রুবেল আহমেদ এর নেতৃত্বে এএসআই (নি:) হেলাল উদ্দীন ও এএসআই (নি:) ইব্রাহিম বিশ্বাস সহ সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান পরিচালনা করে শাওন আলীকে হোসেনকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

তার বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আরও একটি মাদকের মামলা বিচারাধীন আছে।

কুষ্টিয়ায় বাসদের উদ্যোগে করোনা হেল্পডেস্ক

করোনায় আক্রান্তদের বিনামূল্যে নানা সহায়তায় চালু করা হয়েছে ‘হেল্প ডেস্ক’। তারা করোনায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য নানান সেবা চালুর ঘোষণা দিয়েছেন। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) কুষ্টিয়া জেলা শাখা করোনাকালীন এই সময়ে এবং লকডাউনে মানবিক সহায়তায় এগিয়ে এলো।

শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে সংগঠনের কার্যালয়ে করোনা হেল্প ডেস্ক আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাসদ কুষ্টিয়া জেলা কমিটির আহ্বায়ক কমরেড শফিউর রহমান শফি।

অনুষ্ঠানে বাসদ কুষ্টিয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড আশরাফুল ইসলাম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাবেক নেতা বিশ্বজিৎ সাহা শন্টু, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ কুষ্টিয়া জেলা শাখার প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কারশেদ আলমসহ বাসদ কুষ্টিয়া জেলা কমিটি নেতৃবৃন্দ ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাসদ নেতৃবন্দ বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত রোগী বাড়ছেই। এ সংকট মোকাবেলায় বাসদ কুষ্টিয়া জেলা শাখা করোনা রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে।

জেলা বাসদের আহবায়ক কমরেড শফিউর রহমান শফি বলেন, করোনায় আক্রান্ত রোগীদের সহায়তায় বিনামূল্যে চিকিৎসা পরমর্শ, ওষুধ, অক্সিজেন সরবরাহ করবেন তারা। এজন্য রোববার থেকে একটি ‘হেল্প ডেস্ক’ চালু করা হয়েছে।

০১৩০৪৯১৪৩৪৮, ০১৯১৭৮১৭৪৪৭, ০১৬২৫৮২২৯৬৪ নম্বরে কল করে যে কেউ এ সহায়তা নিতে পারবেন।